[২০১৯] ৮ এস. সি. আর. ৯৯৯

অর্শনুর সিং

বনাম

হরপাল কৌর ও অন্যান্যরা

(২০১৯ সালের ৫১২৪ নং দেওয়ানি আপিল)

১লা জুলাই, ২০১৯

[উদয় উমেশ ললিত ও ইন্দু মালহোত্র, বিচারপতিদ্বয়]

পারিবারিক আইন -মিতাক্ষরা আইনের অধীনে উত্তরাধিকার-আপীলকারী একজন 'এল. এস'-এর প্রপৌত্র, যিনি কৃষি জমির বিশাল অংশের মালিক ছিলেন-'এল. এস' ১৯৫১ সালে মারা যান এবং তাঁর পুরো সম্পত্তি তাঁর একমাত্র পুত্র 'আই. এস'-এর দ্বারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়-এই সম্পত্তি 'আই. এস'-এর তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করা হয়েছিল-বর্তমান বিষয়টি সম্পত্তি ('মামলা সম্পত্তি') সম্পর্কিত যা তাঁর এক পুত্রের অংশে এসেছিল অর্থাৎ 'ডি. এস', আপীলকারীর বাবা-'ডিএস'-এর একমাত্র পুত্র ছিল, আপিলকারী, যে তার প্রথম স্ত্রীর মাধ্যমে 'ডিএস'-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল - 'ডিএস'-এর একমাত্র পুত্র ছিল, আপিলকারী, যে তার প্রথম স্ত্রীর মাধ্যমে 'ডিএস'-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল - 'ডিএস' অভিযোগ করে যে তিনি ০১.০৯.৯৯ তারিখের দুটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে সম্পূর্ণ মামলা সম্পত্তি উত্তরদাতা নং ১-এর কাছে বিক্রি করেছিলেন - পরবর্তীকালে, 'ডিএস' উত্তরদাতা নং ১-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন – আপিলকারী 'ডিএস' এবং উত্তরদাতা নং ১-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন, মামলার সম্পত্তিকে সহ-সম্পত্তি ঘোষণা করার জন্য, এবং তাই উত্তরদাতা নং ১-এর পক্ষে দুটি বিক্রয় দলিল অবৈধ, বাতিল এবং বাতিল – আপিলকারীর পক্ষে মামলা ডিক্রি করা হয় – উত্তরদাতা নং ১ এবং পরবর্তী ক্রেতাদের সাথে, উত্তরদাতা নং ২ এবং ৩ সাধারণ আপিল দায়ের করেন – খারিজ – উত্তরদাতা নং ১-৩ দ্বিতীয় আপিল দায়ের করেন – হাইকোর্ট আপিল মঞ্জুর করেন – স্থির করা হয়েছে: বর্তমান মামলায়, ১৯৫৬ সালের আইন প্রবর্তনের আগে, ১৯৫১ সালে 'এলএস'-এর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার শুরু হয় – তার পুত্র 'আইএস'-এর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির প্রকৃতি ছিল সহ-সম্পত্তি – মিতাক্ষরা আইনের অধীনে, যখনই একজন পুরুষ পূর্বপুরুষ তার পৈতৃক পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে তার থেকে তিন ডিগ্রি উপরে পর্যন্ত কোনও সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পান, তখন তার তিন ডিগ্রি নীচে পর্যন্ত তার পুরুষ আইনগত উত্তরাধিকারীরা সেই সম্পত্তিতে সহ-সম্পত্তির সমান অধিকার পাবেন – এমনকি যদিও 'আইএস' ১৯৬৪ সালে তার পুত্রদের মধ্যে সহ-সম্পত্তির বিভাজন কার্যকর করেছিল, তবুও তার পুত্রদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির প্রকৃতি তাদের পুরুষ বংশধরদের তুলনায় তাদের তিন ডিগ্রি নীচে পর্যন্ত সহ-সম্পত্তি হিসেবে থাকবে – বিভাজনে 'ডিএস'-কে বরাদ্দকৃত সম্পত্তি তার পুত্র, আপিলকারীর তুলনায় সহ-সম্পত্তি হিসেবেই থাকবে –

আপিলকারী তার জন্মের সময় অর্থাৎ ২২.০৮.৮৫ তারিখে মামলার সম্পত্তির সহ-অংশীদার হয়েছিলেন - উত্তরদাতা নং ১ আইনগত প্রয়োজনে অথবা সম্পত্তির সুবিধার্থে তার অনুকূলে দুটি বিক্রয় দলিল সম্পাদন করেছেন তা প্রমাণ করার দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হন - প্রকৃতপক্ষে, নথি অনুসারে, বিক্রয় দলিলগুলি কোনও বিবেচনা ছাড়াই ছিল - বিক্রয় দলিল তারিখ ০১.০৯.৯৯ অবৈধ, বাতিল এবং বাতিল বলে বাতিল করা হয়েছিল - ফলস্বরূপ, পরবর্তী বিক্রয় দলিল তারিখ ৩০.১০.০৭ তারিখে উত্তরদাতা নং ২ এবং ৩ এর অনুকূলে উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা সম্পাদিত লিস পেন্ডেন্স - একক বিচারকের রায়, বাতিল - হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ - লিস পেন্ডেন্সের মতবাদ দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

পারিবারিক আইন – কর্তার সহ-সম্পত্তি বিক্রির ক্ষমতা – অধিকৃত: কর্তার সহ-সম্পত্তি বিক্রির ক্ষমতা কিছু বিধিনিষেধ সাপেক্ষে যেমন বিক্রয় আইনি প্রয়োজনে অথবা সম্পত্তির সুবিধার জন্য হওয়া উচিত – আইনি প্রয়োজনীয়তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বিদেশীর উপর বর্তায়।

মতবাদ – লিস পেন্ডেন্সের মতবাদ – নীতি – আলোচনা করা হয়েছে।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

আদেশঃ ১.১) 'আই. এস' তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পিতা 'এল. এস'-এর কাছ থেকে পুরো মামলা সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। এই ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার ১৯৫১ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬-এর সূচনার আগে খোলা হয়েছিল যখন 'আই. এস' পুরানো হিন্দু মিতাক্ষরা আইন অনুসারে তাঁর পিতার * এল. এস-এর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিল। মিতাক্ষরা আইনের অধীনে, যখনই কোনও পুরুষ পূর্বপুরুষ তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে তাঁর তিন ডিগ্রি পর্যন্ত কোনও সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পাবেন, তখন তাঁর তিন ডিগ্রি পর্যন্ত পুরুষ আইনী উত্তরাধিকারীরা সেই সম্পত্তিতে অংশীদার হিসাবে সমান অধিকার পাবেন। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ কার্যকর হওয়ার পরে, এই অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে।১৯৫৬ সালের পর, যদি কোনও ব্যক্তি তার পৈতৃক পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে স্ব-অর্জিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন, তবে উক্ত সম্পত্তিটি তার স্ব-অর্জিত সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং তা যৌথ সম্পত্তি থাকে না। যদি পুরনো হিন্দু আইনের অধীনে উত্তরাধিকার খোলা হয়, অর্থাৎ হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬-এর সূচনার আগে, পক্ষগুলি মিতাক্ষর আইনের অধীনে পরিচালিত হবে। কোনও পুরুষ হিন্দুর দ্বারা পুরুষ পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি তার পুরুষ বংশধরদের মধ্যে তার থেকে তিন ডিগ্রি নীচে সহ-অংশীদারি সম্পত্তি হবে।

১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তনের পরেও সম্পত্তির প্রকৃতি সহ-সম্পত্তি হিসেবে থাকবে। [অনুচ্ছেদ ৭,৭.৩,৭.৫ এবং ৭.৬] [১০০৯-এফ; ১০১১-এফ-এইচ; ১০১২-এ-বি]

১.২) বর্তমান স্বাচ্ছন্দ্যে ১৯৫১ সালে 'এল. এস'-এর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার শুরু হয়। তাঁর পুত্র 'আই. এস'-এর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির প্রকৃতি ছিল যৌথ। যদিও 'আই. এস' ১৯৬৪ সালে তাঁর পুত্রদের মধ্যে যৌথ সম্পত্তির বিভাজন ঘটিয়েছিল, তবুও 'আই. এস'-এর পুত্রদের দ্বারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির প্রকৃতি তাদের পুরুষ বংশধরদের তুলনায় তিন ডিগ্রি নীচে সহ-যৌথ সম্পত্তি হিসাবে থাকবে। বর্তমান ক্ষেত্রে, 'এল. এস'-এর পুরো সম্পত্তি ১৯৫৬ সালের আগে তাঁর পুত্র 'আই. এস'-এর দ্বারা যৌথ সম্পত্তি হিসাবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিল। এই যৌথ সম্পত্তিটি আদালত 'আই. এস'-এর তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিল।অংশীদারদের ভাগ করে দেওয়া শেয়ারগুলি তাদের পুরুষ বংশধরদের হাতে যৌথ সম্পত্তি হিসাবে অব্যাহত ছিল। ফলস্বরূপ, বিভাজনে 'ডিএস'-কে বরাদ্দ করা সম্পত্তি আপিলকারীর কাছে যৌথ সম্পত্তি হিসাবে অব্যাহত ছিল। মামলা সম্পত্তি যা বিভাজনের মাধ্যমে দেরীতে 'ডিএস'-এর অংশে এসেছিল, তা তার পুত্রের সাথে যৌথ সম্পত্তি হিসাবে রয়ে গেছে-আপিলকারী, যিনি তার জন্মের সময় মামলা সম্পত্তিতে অংশীদার হয়েছিলেন অর্থাৎ ২২.০৮.১৯৮৫। [অনুচ্ছেদ ৭.৭,৭.৯,৭.১০ এবং ৭.১২] [১০১২-বি, সি, জি-এইচ; ১০১৩-এ, জি-এইচ]

১.৩) যৌথ সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য কর্তার ক্ষমতা কিছু নির্দিষ্ট বিধিনিষেধের সাপেক্ষে, যেমন বিক্রয় আইনি প্রয়োজনের জন্য বা সম্পত্তির সুবিধার জন্য হওয়া উচিত। আইনি প্রয়োজনীয়তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নির্ভরযোগ্যতার উপর। বর্তমান ক্ষেত্রে, উত্তরদাতা নং ১-এর উপর ছিল প্রমাণ করার দায়িত্ব যে সম্পত্তির একটি আইনি প্রয়োজনীয়তা বা সুবিধা ছিল, বা তিনি সৎ অনুসন্ধান করেছিলেন যে উত্তরদাতা নং ১ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে 'ডিএস' আইনী প্রয়োজনীয়তার কারণে বা সম্পত্তির সুবিধার জন্য তার পক্ষে ০১.০৯.১৯৯৯ তারিখের দুটি বিক্রয় দলিল কার্যকর করেছে।প্রকৃতপক্ষে, এটি নথিভুক্ত করা হয়েছে যে বিক্রয় দলিলগুলি কোনও বিবেচনা ছাড়াই ছিল। 'ডি. এস' বিচার আদালতের সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তিনি কোনও বিবেচনা ছাড়াই বাদী নং ১-এর কাছে মামলা সম্পত্তি বিক্রি করেছেন। উত্তরদাতা নং ১ ফিরোজপুরের কালেক্টরের সামনেও স্বীকার করেছেন যে বিক্রয় দলিলগুলি বিবেচনা ছাড়াই ছিল। অতএব, সম্পত্তির আইনি প্রয়োজনীয়তা বা সুবিধার ভিত্তি পড়ে যায়।

ফলস্বরূপ, ০১.০৯.১৯৯৯ তারিখের বিক্রয় দলিলগুলি অবৈধ, বাতিল এবং বাতিল বলে বাতিল করা হল।'ডিএস' সহ-অংশীদারি মামলা সম্পত্তি বিক্রি করতে পারত না, যেখানে আপিলকারী সহ-অংশীদার ছিলেন, পূর্বোক্ত কথিত বিক্রয় দলিল দ্বারা। [অনুচ্ছেদ ৮-৮.৪] [১০১৪-বি, জি; ১০১৫-এ-ডি]

১.৪) যেহেতু উত্তরদাতা নং ১, ০১.০৯.১৯৯৯ তারিখের বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে মামলার সম্পত্তির বৈধ এবং 'আইনগত স্বত্ব' অর্জন করেননি, তাই তিনি উত্তরদাতা নং ২ এবং ৩-কে এর চেয়ে ভালো স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারতেন না। পরবর্তী ৩০.১০.২০০৭ তারিখের উত্তরদাতা নং ১ কর্তৃক উত্তরদাতা নং ২ এবং ৩-এর পক্ষে সম্পাদিত বিক্রয় দলিলটি লিস পেন্ডেন্সের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত। লিস পেন্ডেন্সের মতবাদের অন্তর্নিহিত নীতি হল যে যদি কোনও সম্পত্তি 'পেন্ডেন্ট লাইট' হস্তান্তর করা হয় এবং হস্তান্তরকারীর সেই সম্পত্তিতে কোনও অধিকার বা স্বত্ব নেই বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে হস্তান্তরকারীর সম্পত্তিতে কোনও স্বত্ব থাকবে না। ৩০.১০.২০০৭ তারিখের উত্তরদাতা নং ২ এবং ৩-এর পক্ষে সম্পাদিত বিক্রয় দলিলটি বাতিল বলে গণ্য করা হচ্ছে। আপিলকারী মামলার সম্পত্তিতে পুরুষ সহ-সহকারী হওয়ায়, তার বাবার মামলার সম্পত্তি বিক্রির কথিত ঘটনাটি তার বাবার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। অতএব, আপিলকারীর কাছে মামলা দায়েরের অধিকার ছিল এই ঘোষণার জন্য যে মামলার সম্পত্তি সহ-সহকারী সম্পত্তি হওয়ায়, আইনি প্রয়োজন ছাড়া বা সম্পত্তির সুবিধার জন্য তার পিতা কর্তৃক বিক্রি করা সম্ভব ছিল না। ০১.০৯.১৯৯৯ তারিখের বিক্রয় দলিলগুলি কোনও বিবেচনা ছাড়াই সম্পাদিত হওয়ার বিষয়টি নিজেই প্রমাণ করে যে মামলার সম্পত্তি কোনও আইনি প্রয়োজন ছাড়াই বিক্রি করা হয়েছিল। সহ-সহকারী সম্পত্তি হওয়ায়, এটি আইনি প্রয়োজন ছাড়া বা সম্পত্তির সুবিধার জন্য বিক্রি করা যেত না। হাইকোর্টের একক বিচারকের ১৩.১১.২০১৮ তারিখের অসম্মানিত আদেশের মাধ্যমে প্রদত্ত রায় আইনের পরিপন্থী হওয়ায় বাতিল করা হল। 'ডিএস' কর্তৃক উত্তরদাতা নং ১-এর পক্ষে সম্পাদিত ০১.০৯.১৯৯৯ তারিখের বিক্রয় দলিলগুলি এতদ্বারা বাতিল এবং বাতিল করা হল।ফলে, মামলার বিচারাধীন থাকাকালীন উত্তরদাতা নং ২ এবং ৩-এর পক্ষে উত্তরদাতা নং ১ কর্তৃক সম্পাদিত পরবর্তী ৩০.১০.২০০৭ তারিখের বিক্রয় দলিলটি অবৈধ, এবং এতদ্বারা বাতিল এবং বাতিল করা হল। আপিলকারীর নাম মামলার সম্পত্তির মালিক হিসাবে জামাবন্দীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।[অনুচ্ছেদ ৯,১০-১০.২ ১১] [১০১৫ -ই-জি; ১০১৬ -এ-এফ]

শ্যাম নারায়ণ প্রসাদ বনাম কৃষ প্রসাদ ও অন্যান্যরা (২০১৮) ৭ এস. সি. সি. ৬৪৬: [২০১৮] ৫ এস. সি. আর. ৩৬; যুধিষ্ঠির বনাম অশোক কুমার (১৯৮৭) ১ এস. সি. সি. ২০৪: [১৯৮৭] ১ এস. সি. আর. ৫১৬; ভাল্লিয়াম্মাই আচি বনাম নাগপ্পা চেট্টিয়ার ও অন্যান্যরা এ. আই. আর ১৯৬৭ এস. সি. ১১৫৩: [১৯৬৭] এস. সি. আর. ৪৪৮; রানী ও আরেকজন বনাম সান্তা বালা দেবনাথ ও অন্যান্যরা (১৯৭০) ৩ এস. সি. সি. ৭২২: [১৯৭১] ২ এস. সি. আর. ৬০৩; বিজয় এ. মিত্তল ও অন্যান্যরা বনাম কুলবন্ত রাই (মৃত) আইনি প্রতিনিধিদের দ্বারা ও অন্যান্যরা (২০১৯) ৩ এস. সি. সি. ৫২০: [২০১৯] ২. এস. সি. আর. ৫০৭; অশোক কুমার বনাম গোবিন্দম্মল ও অন্যান্যরা (২০১০) ১৪ এস.সি.সি. ৩৭০ : [২০১০] ১৪ এস.সি.আর ৫৬০ – নির্ভরযোগ্য।

উত্তম বনাম সৌভাগ সিং (২০১৬) ৪ এস. সি. সি ৬৮-প্রয়োগযোগ্য নয়।

হিন্দু আইনের উপর মোল্লা (২২ সংস্করণ) পৃষ্ঠা ৩৭২-উল্লিখিত

মামলা প্রসঙ্গঃ

(২০১৬) ৪ এস. সি. সি. ৬৮	প্রয়োগযোগ্য নয়	অনুচ্ছেদ ৫
[২০১৮] ৫ এস. সি. আর. ৩৬	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৭.২
[১৯৮৭] ১ এস. সি. আর. ৫১৬	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৭.৪
[১৯৬৭] এস. সি. আর. ৪৪৮	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৭.১১
[২০১৯] ২ এস. সি. আর. ৫০৭	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৮.১
[১৯৭১] ২ এস. সি. আর. ৬০৩	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৮.১
[২০১০] ১৪ এস. সি. আর. ৫৬০	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৯

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৫১২৪।

২০১৪ সালের আর.এস.এ. নং ১৩৫৪-এ চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ১৩.১১.২০১৮ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

মনোজ স্বরূপ, প্রবীণ আইনজীবী., অঙ্কিত স্বরূপ, ডঃ মানসী জৈন,শ্রীমতি বিদিশা স্বরূপ, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী।

অনুজ ভাণ্ডারি, অভিনব শ্রীবাস্তব, সিদ্ধার্থ ঝা, আইনজীবীরা উত্তরদাতার জন্য।

আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করেন

ইন্দু মালহোত্রা, বিচারপতি- অনুমতি মঞ্জুর ।

১) চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট কর্তৃক ২০১৪ সালের আর.এস.এ. নং ১৩৫৪-এ গৃহীত ১৩.১১.২০১৮ তারিখের আদেশকে বিরোধিতা করার জন্য বর্তমান দেওয়ানি আপিল দায়ের করা হয়েছে।

২) বর্তমান দেওয়ানি আপিলের পটভূমির তথ্য সংক্ষেপে নিম্নরূপে বর্ণনা করা হল:

২.১) লাল সিং পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার খানগড় গ্রামে বিশাল কৃষি জমির মালিক ছিলেন। এখানে আপিলকারী লাল সিং-এর প্রপৌত্র।

সুবিধার্থে লাল সিংহের পরিবারের বংশতালিকা নীচে দেওয়া হল:

লাল সিং

|

লাল সিং

|

ইন্দর সিং

|

গুরচরণ সিং (ছেলে)	ধরম সিং (ছেলে)	স্বরণ সিং (ছেলে)	ধরম কৌর (মেয়ে)

|

অর্শনূর সিং (আপিলকারী

২.২) লাল সিং ১৯৫১ সালে মারা যান এবং তাঁর সম্পূর্ণ সম্পত্তি তাঁর একমাত্র পুত্র ইন্দ্র সিং উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে, ইন্দ্র সিং তাঁর জীবদ্দশায় ৪.১১.১৯৬৪ তারিখের ডিক্রি অনুসারে, ৪.১১.১৯৬২ সালের ১৮২ নং দেওয়ানি মামলায় তাঁর তিন পুত্র গুরচরণ সিং, ধর্ম সিং এবং স্বরণ সিং-এর মধ্যে সমান ভাগে ভাগাভাগি করেন।

এরপরে, তিন পুত্র পুরো সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ ভাগ তাদের পিতা ইন্দর সিংকে তার জীবিকার জন্য ফিরিয়ে দেয়। ফলস্বরূপ, ইন্দর সিং এবং তার তিন পুত্র সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ ভাগের অধিকারী ছিলেন।

ইন্দর সিং ১৫.০৪.১৯৭০-এ মারা যান, এবং তাঁর এক-চতুর্থাংশ অংশ তাঁর উত্তরাধিকারীদের দ্বারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাঁর বিধবা, তিন পুত্র এবং তাঁর কন্যা।

২.৩) বর্তমান বিষয়টি তাঁর এক পুত্র অর্থাৎ ধরম সিং (এরপরে "মামলা সম্পত্তি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর ভাগের সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত, যা পাঞ্জাবের ফিওজপুর জেলার খানগড় গ্রামে অবস্থিত প্রায় ১১৯ কানাল ২ মার্লা সমন্বিত কৃষিজমি ছিল।

২.৪) ধরম সিং-এর একমাত্র পুত্র ছিল অর্থাৎ আর্শনুর সিং-এখানে আপিলকারী। আপিলকারী তার ১ম স্ত্রির মাধ্যমে ধরম সিং-এর কাছে ২২.০৮.১৯৮৫-এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

২.৫) ধরম সিং পুরো মামলা সম্পত্তিটি উত্তরদাতা নং১ অর্থাৎ হারপাল কৌরকে ০১.০৯.১৯৯৯ তারিখের দুটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে বিক্রি করে দেন ৪,৮৭,৫০০/- টাকায়।

প্রথম বিক্রয় দলিল যার উপর ওয়াসিকা নম্বর ১০৭৫ রয়েছে, তা ৩৫ নং খাসরায় অবস্থিত ৫৯ কানাল ১১ মার্লা জমির সঙ্গে সম্পর্কিত; দ্বিতীয় বিক্রয় দলিল যার উপর ওয়াসিকা নম্বর ১০৭৯ রয়েছে, তা ৩৯ নং খাসরায় ৫৯ কানাল ১১ মার্লা জমির সঙ্গে সম্পর্কিত।

২.৬)২১.০৯.১৯৯৯-এ, দুটি বিক্রয় দলিল উপ-নিবন্ধক দ্বারা ফিরোজপুরের কালেক্টরের কাছে ভারতীয় স্ট্যাম্প আইন, ১৯৯৯-এর ধারা ৪৭এ-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল কারণ বিক্রয় দলিলগুলি অবমূল্যায়ন করা হয়েছিল।

ধরম সিং এবং উত্তরদাতা নং ১-হরপাল কৌর কালেক্টরের সামনে হাজির হন। ধরম সিং স্বীকার করেন যে দুটি বিক্রয় দলিলের পরিবর্তে কোনও বিবেচনা বিনিময় করা হয়নি, এবং টাকার পরিমাণ ৪,৮৭,৫০০-শুধুমাত্র নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছিল।

উত্তরদাতা নং ১-তথাকথিত বিক্রেতা, হরপাল কৌর স্বীকার করেছেন যে তিনি মামলা সম্পত্তির বিনিময়ে ধরম সিংকে কোনও অর্থ প্রদান করেননি।

পরবর্তীকালে, ২৯.০৯.১৯৯৯-এ, ধরম সিং উত্তরদাতা নং ১ -এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

ফিরোজপুরের কালেক্টর ২৪.০১.২০০০ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বলেন যে, ধরম সিং কর্তৃক উত্তরদাতা নং ১-এর পক্ষে সম্পাদিত দুটি বিক্রয় দলিল কোনও আর্থিক লেনদেন ছাড়াই ছিল।

২.৮) আপিলকারী ২২.০৮.২০০৩-এ মেজর হয়ে যান।

২৩.১১.২০০৪, তারিখে আপিলকারী তাঁর বাবা ধরম সিং-এর বিরুদ্ধে ১ নং উত্তরদাতা হিসাবে এবং ২ নং উত্তরদাতা হিসাবে (উত্তরদাতা নং ১ এখানে) হর্পাল কৌর-এর বিরুদ্ধে এই ঘোষণার জন্য একটি মামলা দায়ের করেন যে মামলা সম্পত্তিটি যৌথ সম্পত্তি ছিল, এবং তাই তাঁর বাবা ধরম সিং দ্বারা উত্তরদাতা নং ১-এর পক্ষে সম্পাদিত দুটি বিক্রয় দলিল অবৈধ, অকার্যকর এবং অকার্যকর ছিল। আপিলকারী উত্তরদাতা নং ১-কে আরও বিচ্ছিন্ন, হস্তান্তর, বা মামলা সম্পত্তির উপর অভিযোগ তৈরি করা থেকে বিরত রাখার জন্য একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

২.৯)মামলাটি বিচারাধীন থাকাকালীন, উত্তরদাতা নং ১ একটি লেনদেন করেছিলেন যার মাধ্যমে তিনি কথিতভাবে মামলা সম্পত্তিটি যৌথভাবে উত্তরদাতা নং ২ এবং ৩ অর্থাৎ কুলবন্ত সিং এবং জং বাহাদুরের কাছে ৩০.১০.২০০৭ তারিখের একটি বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে বিক্রি করেছিলেন।

উত্তরদাতা নং ২ ও ৩-কে মামলায় সহ-উত্তরদাতা হিসাবে প্রয়োগ করার জন্য একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন। তবে, উক্ত আবেদনটি ২৫.০৯.২০১০ তারিখের আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, উত্তরদাতা নং ১/উত্তরদাতা নং ২-কে তাদের অধিকার রক্ষার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল।

২.১০)ফিরোজপুরের অতিরিক্ত দেওয়ানি বিচারক ২৯.০৪.২০১১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে আপীলকারী বাদী পক্ষের পক্ষে মামলাটির রায় দিয়েছেন।

ধরম সিং তাঁর জবানবন্দিতে বলেছিলেন যে তিনি কোনও আর্থিক বিবেচনা ছাড়াই বিক্রয় দলিলগুলি কার্যকর করেছিলেন কারণ উত্তরদাতা নং ১ বিয়ের পূর্বশর্ত হিসাবে তাঁর নামে মামলা সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর জোর দিয়েছিলেন।

বিচারিক আদালত রায় দেয় যে মামলা সম্পত্তিটি ধরম সিং এবং আপিলকারীর পৈতৃক যৌথ সম্পত্তি ছিল। উত্তরদাতা নং ১ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন যে ধরম সিং মামলার সম্পত্তিটি উত্তরদাতা নং ১-এর কাছে পরিবারের আইনি প্রয়োজনের জন্য বা সম্পত্তির সুবিধার জন্য বিক্রি করেছিলেন। ফলস্বরূপ, ০১.০৯.১৯৯৯ তারিখের দুটি বিক্রয় দলিল যা ধর্ম সিং কর্তৃক উত্তরদাতা নং ১/উত্তরদাতা নং ২ এর পক্ষে সম্পাদিত হয়েছিল, তা অবৈধ, বাতিল এবং বাতিল হয়ে যায়।

আপিলকারীকে তার বাবার সাথে মামলা সম্পত্তির যৌথ দখলের অধিকারী বলে মনে করা হয়েছিল।

২.১১) উত্তরদাতা নং ১ এবং পরবর্তী ক্রেতারা-উত্তরদাতা নং ২ এবং ৩ ফিরোজপুরের অতিরিক্ত জেলা বিচারক, -এর কাছে ৩.৬.২০১১/৭.৯.২০১৩-এর ১৩০ নং আরবিটি-র একটি সাধারণ দেওয়ানি আপিল দায়ের করেন।

এডিজে রায় ও আদেশ তারিখ ১৩.০১.২০১৪-এর মাধ্যমে আপিল খারিজ করে দেয়। আপিল আদালত রায় দেয় যে ০১.০৯.১৯৯৯ তারিখের দুটি বিক্রয় দলিল ধরম সিংয়ের স্বীকারোক্তি অনুসারে কোনও বিবেচনা ছাড়াই কার্যকর করা হয়েছিল, এবং উত্তরদাতা নং ১ ফিরোজপুরের কালেক্টর দ্বারা নথি করা তাদের বিবৃতিতে।

যৌথ হিন্দু পরিবারের সম্পত্তির জন্য কোনও আইনি প্রয়োজনীয়তা বা সুবিধার অভাবে, ০১.০৯.১৯৯৯ তারিখের বিক্রয় দলিলগুলি অবৈধ, অকার্যকর এবং অকার্যকর ছিল।

২.১২) উপরোক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে, উত্তরদাতা ১,২ ও ৩ নং পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে ২০১৪ সালের ১৩৫৪ নং আর. এস. এ দায়ের করেন।

২.১৩) হাইকোর্টের কাছে নিয়মিত দ্বিতীয় আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন, ধরম সিং-এর মেয়াদ শেষ হয় ০৫.০১.২০১৭-এ।

২.১৪) হাইকোর্ট ১৩.১১.২০১৮ তারিখের বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে, উত্তরদাতাদের দ্বারা দায়ের করা আরএসএ-কে অনুমতি দেয় এবং নীচের আদালতগুলির সমবর্তী ফলাফলগুলি বাতিল করে দেয়।

হাইকোর্ট বলেছিল যে (i) আপীলকারীর মামলা দায়ের করার কোনও অধিকার ছিল না, যেহেতু ১৯৬৪ সালে ইন্দর সিং তাঁর ৩ পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে নেওয়ার পরে যৌথ সম্পত্তির অস্তিত্ব বন্ধ হয়ে যায়; (ii)আপিলকারীর ০১.০৯.১৯৯৯ তারিখে সম্পাদিত বিক্রয় দলিলগুলিকে বিরোধিতা করার কোনও অধিকার ছিল না এই কারণে যে বিক্রয়ের মূল্য পরিশোধ করা হয়নি, কারণ কেবলমাত্র বিক্রয় দলিলের নির্বাহক অর্থাৎ ধরম সিং (উত্তরদাতা নং ১) এই ধরনের বিরোধিতা করতে পারতেন; এবং (iii) জামবন্দীরা বছরের পর বছর ধরে ১৯৫৭-৫৮ পর্যন্ত ১৯৭০-৭১ আপীলকারী দ্বারা উপস্থাপিত হয়নি।

২.১৫) হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত ১৩.১১.২০১৮ তারিখের বিতর্কিত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে আপিলকারী বর্তমান দেওয়ানি আপিল দায়ের করেছেন।

৩) আমরা পক্ষগুলির কাছ থেকে বিজ্ঞ আইনজীবীর শুনেছি এবং পক্ষগুলির দায়ের করা আবেদন এবং লিখিত জমা দেওয়া বিষয়গুলি পর্যালোচনা করেছি।

৪) আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মনোজ স্বরূপ জমা দিয়েছিলেন যে মামলা সম্পত্তিটি সহ-অংশীদার সম্পত্তি যেখানে আপিলকারী জন্মগতভাবে সহ-অংশীদার হয়েছিলেন।

এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে যেহেতু মামলা সম্পত্তিটি যৌথ সম্পত্তি ছিল, তাই ধরম সিং পরিবারের আইনি প্রয়োজনীয়তা বা সম্পত্তির সুবিধা ছাড়া এটিকে বিচ্ছিন্ন করতে পারতেন না।

এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে মামলাটি বিচারাধীন থাকাকালীন উত্তরদাতা নং ২ এবং ৩-এর পক্ষে কথিতভাবে সম্পাদিত ৩০.১০.২০০৭ তারিখের বিক্রয় দলিলটি লিস পেন্ডেন্স দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল। অতএব, এটি অবৈধ, অকার্যকর এবং অকার্যকর ছিল।

৫) উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রিতিন রাই বলেন যে, আপিলকারী তাঁর বাবা ধরম সিং (উত্তরদাতা নং ১)-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে দেওয়ানি মামলা দায়ের করেছিলেন, কারণ ধরম সিং-এর সাথে উত্তরদাতা নং ১-এর বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ১৫.১২.২০১০-এ বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রি দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে আপিলকারী তাঁর বাবা ধরম সিং-এর নির্দেশে দেওয়ানি মামলা দায়ের করেছিলেন।

এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে মামলা সম্পত্তিটি যৌথ সম্পত্তি ছিল না যখন দুটি বিক্রয় দলিল ০১.০৯.১৯৯৯-এ কার্যকর করা হয়েছিল। ০৪.১১.১৯৬৪ তারিখের ডিক্রি দ্বারা বিভক্ত হওয়ার পরে ইন্দর সিং-এর সম্পত্তি যৌথ সম্পত্তি হিসাবে বন্ধ হয়ে যায়। রিলায়েন্সকে উত্তম বনাম সৌভাগ সিং[১]-এর এই আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে স্থির করা হয়েছেঃ

১৮)আমাদের সামনে আরও কিছু রায় উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, একমাত্র জীবিত সহ-সম্পাদকের সাথেও যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি একইভাবে চলতে থাকে, এবং যদি পরবর্তীতে এই সহ-সম্পাদকের পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহলে যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি একইভাবে চলতে থাকে, কেবলমাত্র একমাত্র জীবিত সহ-সম্পাদকের কারণে কোনও বিরতি নেই। ধর্ম শামরাও আগালাওয়ে বনাম পান্ডুরং মিরাগু আগালাওয়ে (১৯৮৮) ২ এসসিসি ১২৬, শীলা দেবী বনাম লাল চাঁদ, (২০০৬) ৮ এসসিসি ৫৮১, এবং রোহিত চৌহান বনাম সুরিন্দর সিং (২০১৩) ৯ এসসিসি ৪১৯, এই উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই রায়গুলির কোনওটিই আপিলকারীকে আরও বেশি এগিয়ে নিয়ে যাবে না কারণ তাদের কোনওটিতেই হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ধারা ৪, ৮ এবং ১৯ এর প্রভাব বিবেচনা করা হয়নি।

---

১) (২০১৬) ৪ এস.সি.সি. ৬৮

অতএব, ২০০৫ সালের সংশোধনীর আগে মিতাক্ষরা স্কুল দ্বারা পরিচালিত যৌথ পারিবারিক সম্পত্তির ক্ষেত্রে আইনটি যতটা প্রযোজ্য, তা নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে।

(vi) আইনের ৪,৮ এবং ১৯ ধারার যৌথ পাঠের পরে, যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি অবৈধতার নীতির ভিত্তিতে ধারা ৮ অনুসারে বিতরণ করার পরে, যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি হিসাবে বন্ধ হয়ে যায়, কারণ তারা যৌথ ভাড়াটে হিসাবে নয়, সাধারণ ভাড়াটে হিসাবে সম্পত্তি ধারণ করে।"

এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে আপিলকারীর এই ভিত্তিতে দেওয়ানি মামলা দায়ের করার কোনও/অকাস ছিল না যে উত্তরদাতা নং ১ ধরম সিংকে কোনও বিক্রয় বিবেচনা প্রদান করা হয়নি। আপিলকারী বিক্রয় দলিলের পক্ষ ছিলেন না, এবং কেবল বিক্রয় দলিলের নির্বাহক অর্থাৎ ধরম সিং এই ধরনের মামলা দায়ের করতে পারতেন।

৬)আমাদের সামনে বিবেচনার জন্য যে বিষয়গুলি উত্থাপিত হয় তা দুটি বিষয়: (i) মামলার সম্পত্তিটি কি সহ-সম্পত্তি সম্পত্তি ছিল নাকি ধর্ম সিং-এর স্ব-অর্জিত সম্পত্তি ছিল; (ii) ধর্ম সিং কর্তৃক ০১.০৯.১৯৯৯ তারিখে উত্তরদাতা নং ১-এর পক্ষে সম্পাদিত বিক্রয় দলিল এবং পরবর্তী ৩০.১০.২০০৭ তারিখে উত্তরদাতা নং ১-এর পক্ষে উত্তরদাতা নং ২ এবং ৩-এর পক্ষে সম্পাদিত বিক্রয় দলিলের বৈধতা।

৭) প্রথম বিসয়ের ক্ষেত্রে, এটি স্বীকৃত অবস্থান যে ইন্দর সিং তার পিতা লাল সিং-এর মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ মামলা সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। উত্তরদাতা নং ১-এর ১৬.০১.১৯৫৬ তারিখের মিউটেশন এন্ট্রি অনুসারে, লাল সিং-এর মৃত্যু ১৯৫১ সালে হয়েছিল। অতএব, এই মামলার উত্তরাধিকার ১৯৫১ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ প্রবর্তনের পূর্বে শুরু হয় যখন ইন্দর সিং তার পিতা লাল সিং-এর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। পুরাতন হিন্দু মিতাক্ষরা আইন অনুসারে।

৭.১) হিন্দু আইনের উপর তাঁর মন্তব্যে (২২তম সংস্করণ) মিতাক্ষরা আইনের অধীনে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত অবস্থান নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেনঃ

পৃষ্ঠা ১২৯

"একজন পুত্র, একজন নাতি যার বাবা মারা গেছেন, এবং একজন প্রপৌত্র যার বাবা এবং দাদা উভয়ই মারা গেছেন,

তারা একই সাথে মৃত ব্যক্তির পৃথক বা স্ব-অর্জিত সম্পত্তির একক উত্তরাধিকারী হিসেবে উত্তরাধিকারী হবেন এবং জীবিত থাকার অধিকার পাবেন।"

পৃষ্ঠা ৩২৭

"একজন হিন্দু পুরুষ তার পিতার কাছ থেকে, অর্থাৎ পিতার পিতার পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তিই পৈতৃক সম্পত্তি। মিতাক্ষর আইন অনুসারে পৈতৃক সম্পত্তির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল যে, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রীরা তাদের জন্মের মুহূর্তে এই সম্পত্তির উপর একটি স্বার্থ এবং অধিকার অর্জন করে।

যে ব্যক্তি তার তিন নিকটতম পৈতৃক পূর্বপুরুষের কাছ থেকে সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পায় সে এটি ধারণ করে এবং অবশ্যই তার পুত্র, পুত্রের পুত্র এবং পুত্রের পুত্রদের সাথে যৌথভাবে এটি ধারণ করতে হবে, তবে অন্যান্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সে এটি ধারণ করে এবং এটি তার পরম সম্পত্তি হিসাবে ধরে রাখার অধিকারী।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৭.২) শ্যাম নারায়ণ প্রসাদ বনাম কৃষ প্রসাদ এবং অন্যান্যরা [২] মামলায় এই আদালত সম্প্রতি স্থির করেছেঃ

"১২)এটা স্থির করা হয় যে, কোনও পুরুষ হিন্দু তার পিতা, পিতার পিতা বা পিতার পিতার পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি একটি পৈতৃক সম্পত্তি। মিতাক্ষরা আইন অনুসারে, পৈতৃক সম্পত্তির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল যে ব্যক্তির পুত্র, নাতি এবং মহান নাতি এটি উত্তরাধিকার সূত্রে পায়, তাদের জন্মের মুহূর্তে সুদ এবং এই ধরনের সম্পত্তির সাথে সংযুক্ত অধিকার অর্জন করে। পার্টিশনে একজন সহ-অংশীদার যে শেয়ার পায় ও পৈতৃক সম্পত্তি তার পুরুষ ইস্যুর ক্ষেত্রে পৈতৃক সম্পত্তি। দেশভাগের পরে, পুত্রের হাতে থাকা সম্পত্তি পৈতৃক সম্পত্তি হিসাবে অব্যাহত থাকবে এবং সেই পুত্রের প্রাকৃতিক বা দত্তক পুত্র এতে সুদ নেবে এবং বেঁচে থাকার মাধ্যমে এটির অধিকারী হবে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

---

২) (২০১৮) ৭ এস. সি. সি ৬৪৬

৭.৩) মিতাক্ষরা আইনের অধীনে, যখনই কোনও পুরুষ পূর্বপুরুষ তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে থেকে তার থেকে তিন ডিগ্রি উপরে কোনও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন, তখন তার পুরুষ বৈধ উত্তরাধিকারীরা তার থেকে তিন ডিগ্রি নীচে, সেই সম্পত্তিতে অংশীদার হিসাবে সমান অধিকার পাবেন।

৪) যুধিষ্ঠির বনাম অশোক কুমার,[৩] মামলায় এই আদালত আদেশ করেছেঃ

২) এই আদালত কানপুরের সম্পদ কর কমিশনার এবং অন্যান্যদের বনাম চন্দ্র সেন এবং অন্যান্যদের [১৯৮৬] ১৬১ আই.টি.আর. ৩৭০ (এস.সি.) মামলায় তার প্রশ্নটি বিবেচনা করেছে যেখানে আমাদের একজন (সব্যসাচী মুখার্জি, জে) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে হিন্দু আইন অনুসারে, একজন পুত্র জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথেই, তিনি পিতার সম্পত্তিতে অংশ পান এবং সহ-অংশীদারের অংশ হন। তার অধিকার পিতার মৃত্যু বা পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে নয় বরং তার জন্মের সত্যতার সাথেই তার উপর অর্জিত হয়। সাধারণত, তাই যখনই পিতা দাদার কাছ থেকে বা অন্য কোনও উৎস থেকে, তা পৃথক সম্পত্তি হোক বা না হোক, যে কোনও উৎস থেকে সম্পত্তি পান, তখন তার পুত্রের তাতে অংশ থাকা উচিত এবং এটি তার পুত্র, নাতি এবং তার সাথে যৌথ হিন্দু পরিবার গঠনকারী অন্যান্য সদস্যদের যৌথ হিন্দু পরিবারের অংশ হয়ে যাবে। এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে এই অবস্থানটি ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ৮ ধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তাই, আইনের পরে, যখন পুত্র ৮ ধারায় বিবেচিত পরিস্থিতিতে সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পান, তখন তিনি এটিকে তার নিজের অবিভক্ত পরিবারের কার হিসেবে গ্রহণ করেন না বরং তার ব্যক্তিগত ক্ষমতায় গ্রহণ করেন।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৭.৫) হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ কার্যকর হওয়ার পরে, এই অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৫৬-এর পরে, যদি কোনও ব্যক্তি তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে স্ব-অর্জিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন, তবে উক্ত সম্পত্তিটি তার স্ব-অর্জিত সম্পত্তি হয়ে যায় এবং যৌথ সম্পত্তি থাকে না।

৭.৬) যদি পুরনো হিন্দু আইনের অধীনে উত্তরাধিকার খোলা হয়, অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন শুরুর আগে, পক্ষগুলি মিতাক্ষর আইন দ্বারা পরিচালিত হবে।

---

৩) (১৯৮৭) ১ এস. সি. সি ২০৪

একজন হিন্দু পুরুষ তার পৈতৃক পুরুষ পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি হিসেবে তার হাতে থাকা সম্পত্তি হিসেবে তার পুরুষ বংশধরদের তিন ডিগ্রি নীচে পর্যন্ত থাকবে। সম্পত্তির প্রকৃতি হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬-এর সূচনার পরেও সহ-অংশীদারি সম্পত্তি হিসাবে থাকবে।

৭.৭) বর্তমান ক্ষেত্রে, ১৯৫১ সালে লাল সিং-এর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার শুরু হয়। তাঁর পুত্র ইন্দর সিং-এর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির প্রকৃতি ছিল যৌথ। যদিও ইন্দর সিং ১৯৬৪ সালে তাঁর পুত্রদের মধ্যে যৌথ সম্পত্তির বিভাজন ঘটিয়েছিলেন, ইন্দর সিং-এর পুত্রদের দ্বারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির প্রকৃতি তাদের পুরুষ বংশধরদের তুলনায় তিন ডিগ্রি নিচে সহ-যৌথ সম্পত্তি হিসাবে থাকবে।

৭.৮) উর্তম বনাম সৌভাগ সিং (উপরে) মামলার যে রায় উত্তরদাতাদের দ্বারা নির্ভর করা হয়েছে তা বর্তমান মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উত্তমের ক্ষেত্রে, আপিলকারী তার দাদার যৌথ সম্পত্তির একটি অংশ দাবি করছিলেন, যিনি ১৯৭৩ সালে আপিলকারীর জন্মের আগে মারা গিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ কার্যকর হওয়ার পরে উত্তরাধিকার খোলা হয়েছিল।

পূর্বপুরুষের সম্পত্তিতে আপিলকারীর দাদার অংশ এবং হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৮-এর প্রভাব নিয়ে আদালত উদ্বিগ্ন ছিল। এই তথ্যের আলোকে, এই আদালত বলেছিল যে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৮ অনুসারে সম্পত্তি বিতরণ করার পরে, এই ধরনের সম্পত্তি তার উত্তরসূরি বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি হিসাবে বন্ধ হয়ে যায়। অতএব এটি বলা হয়েছিল যে আপিলকারী 'তার দাদার অংশের তুলনায় সহ-অংশীদার ছিলেন না।

বর্তমান মামলায়, লাল সিং-এর সম্পূর্ণ সম্পত্তি ১৯৫৬ সালের পূর্বে তার পুত্র ইন্দ্র সিং-এর উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-সম্পত্তি হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছিল। আদালত ৪.১১.১৯৬৪ তারিখের একটি বন্টন ডিক্রির মাধ্যমে এই সহ-সম্পত্তি ইন্দ্র সিং-এর তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেয়। বন্টনের সময় সহ-সম্পত্তির জন্য বরাদ্দকৃত অংশগুলি তাদের পুরুষ বংশধরদের দ্বারা তাদের হাতে সহ-সম্পত্তি হিসেবেই থেকে যায়।

ফলস্বরূপ, দেশভাগের সময় ধরম সিংকে যে সম্পত্তি বরাদ্দ করা হয়েছিল তা আপিলকারীর যৌথ সম্পত্তি হিসাবে অব্যাহত ছিল।

৭.১০) দেশভাগের সময় অর্জিত একটি অংশের হস্তান্তরের বিষয়ে, হিন্দু আইনের মুল্লায় (২২তম সংস্করণ) নিম্নলিখিতটি উল্লেখ করা হয়েছেঃ

৩৩৯)বিভাজনের সময় অর্জিত অংশীদারিত্বের হস্তান্তর। একটি বিভাজনের প্রভাব হল যৌথ অংশীদারিত্ব ভেঙে দেওয়া, যার ফলস্বরূপ, পৃথক সদস্যরা তখন থেকে তাদের নিজ নিজ শেয়ারকে তাদের পৃথক সম্পত্তি হিসাবে ধরে রাখবে এবং প্রতিটি সদস্যের অংশ তার মৃত্যুর পরে তার উত্তরাধিকারীদের কাছে চলে যাবে। যাইহোক, যদি কোনও সদস্য তার অন্যান্য অংশীদারদের থেকে পৃথক হওয়ার সময় তার নিজের পুরুষ ইস্যুর সাথে যৌথভাবে চলতে থাকে, তবে বিভাজনের সময় তাকে বরাদ্দ করা অংশটি তার হাতে থাকবে, পুরুষ ইস্যুর ক্ষেত্রে একটি যৌথ সম্পত্তির চরিত্র বজায় রাখবে [২২১, উপ- (৪)]।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৭.১১)ভাল্লিয়াম্মাই আকি বনাম নাগপ্পা চেট্টিয়ার এবং অন্যান্যরা[৪] মামলায় এই আদালত আদেশ করেছেঃ

"১০,... এটা সুনিশ্চিত যে, পৈতৃক সম্পত্তির বিভাজনের সময় একজন সহ-অংশীদার যে অংশ পান তা তার পুরুষদের ক্ষেত্রে পৈতৃক সম্পত্তি। তারা জন্মগতভাবে এতে আগ্রহ দেখায়, তা সে বিভাজনের সময় বিদ্যমান থাকুক বা পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করুক: [মুল্লার হিন্দু আইন দেখুন, ত্রয়োদশ সংস্করণ পৃষ্ঠা ২৪৯, অনুচ্ছেদ ২২৩ (২) (৪)]। যদি তাই হয় এবং বিভাজনের পরেও পুত্রদের ক্ষেত্রে পৈতৃক সম্পত্তির চরিত্র পরিবর্তিত না হয়, তাহলে আমরা দেখতে ব্যর্থ হই যে কীভাবে সেই চরিত্রটি পরিবর্তিত হতে পারে কারণ পিতা একটি উইল করেন যার মাধ্যমে তিনি যৌথ পরিবারের সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ (কিছু উইল করার পরে) পুত্রকে দেন।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৭.১২)দেশভাগের মাধ্যমে প্রয়াত ধরম সিং-এর অংশে যে মামলা সম্পত্তি এসেছিল, তা তাঁর পুত্র-আপিলকারী, যিনি তাঁর জন্মের সময় অর্থাৎ ২২.০৮.১৯৮৫-এ মামলা সম্পত্তিতে অংশীদার হয়েছিলেন, তাঁর যৌথ সম্পত্তি ছিল।

---

৪) এ.আই.আর. ১৯৬৭ এস.সি. ১১৫৩।

আপিলকারী মামলা সম্পত্তির অংশীদার হওয়ার পরে এ ধরম সিং কথিতভাবে উত্তরদাতা নং ১ -এর পক্ষে ০১.০৯.১৯৯৯-এ দুটি বিক্রয় দলিল কার্যকর করেছিলেন।

৮)দ্বিতীয় যে বিষয়টি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছে তা হল ১ নং উত্তরদাতার পক্ষে ধরম সিং কর্তৃক সম্পাদিত ০১.০৯.১৯৯৯ তারিখের দুটি বিক্রয় দলিল বৈধ ছিল কি না।

৮.১)এটি একটি প্রতিষ্ঠিত আইন যে কর্তার সহ-সম্পত্তি বিক্রি করার ক্ষমতা কিছু বিধিনিষেধের অধীন, যেমন বিক্রয়টি আইনি প্রয়োজনের জন্য অথবা সম্পত্তির সুবিধার জন্য হওয়া উচিত।[৫] আইনি প্রয়োজনীয়তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বিদেশীর উপর বর্তায়।

রানী ও আরেকজন বনাম সান্তা বালা দেবনাথ ও অন্যান্যরা[৬] এই আদালত স্থির করেছেঃ

"১০)তবে, বিক্রয় সমর্থনের জন্য আইনি প্রয়োজনীয়তা বিদেশীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সরলা সীমিত মালিক হিসেবে বিতর্কিত জমির মালিক ছিলেন। তিনি সম্পত্তির আইনি প্রয়োজনীয়তা বা সুবিধার জন্য সম্পত্তির সম্পূর্ণ সম্পত্তি হস্তান্তর করতে সক্ষম ছিলেন। বিক্রয়ের মাধ্যমে সমগ্র সম্পত্তির উপর প্রকৃত চাপ, এড়ানোর ঝুঁকি এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সম্পত্তির উপর প্রদত্ত সুবিধা বিবেচনা করতে হবে। আইনি প্রয়োজনীয়তা বলতে প্রকৃত বাধ্যবাধকতা বোঝায় না: এর অর্থ সম্পত্তির উপর চাপ - যা আইনত গুরুতর এবং যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে।আইনি প্রয়োজনীয়তা প্রদানের দায়িত্ব বিদেশীদের দ্বারা প্রকৃত প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ বা প্রমাণের মাধ্যমে - যে তিনি প্রয়োজনীয়তার অস্তিত্ব সম্পর্কে যথাযথ এবং সৎভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন এবং প্রয়োজনীয়তার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য যা যা যুক্তিসঙ্গত ছিল তা-ই করেছেন, তা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৮.২)বর্তমান মামলায়, বিদেশী অর্থাৎ উত্তরদাতা নং ১-এর উপর দায়িত্ব ছিল প্রমাণ করার যে সম্পত্তির কোনও আইনি প্রয়োজনীয়তা ছিল, অথবা সুবিধা ছিল,

৫)বিজয় এ. মিত্তাল ও অন্যান্যরা বনাম কুলবন্ত রায় (মৃত) আইনি প্রতিনিধিদের দ্বারা ও অন্যান্যরা , (২০১৯) ৩ এসসিসি ৫২০; হিন্দু আইনের উপর মুল্লা (২২তম সংস্করণ), পৃষ্ঠা ৩৭২।

---

৬)(১৯৭০) ৩ এসসিসি ৭২২।

অথবা তিনি এর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রকৃত অনুসন্ধান করেছিলেন।

৮.৩) আইনানুগ প্রয়োজনীয়তা অথবা সম্পত্তির সুবিধার জন্য ধরম সিং তার পক্ষে ০১.০৯.১৯৯৯ তারিখের দুটি বিক্রয় দলিল কার্যকর করেছিলেন তা প্রমাণ করার ভার বহন করতে উত্তরদাতা নং ১ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি নথিভুক্ত হয়েছে যে বিক্রয় দলিলগুলি কোনও বিবেচনা ছাড়াই ছিল।

ধরম সিং বিচার আদালতের সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তিনি কোনও বিবেচনা ছাড়াই ১ নং উত্তরদাতার কাছে মামলা সম্পত্তি বিক্রি করেছেন। উত্তরদাতা নং ১ ফিরোজপুরের কালেক্টরের সামনেও স্বীকার করেছেন যে বিক্রয় দলিলগুলি বিবেচনা ছাড়াই ছিল।

অতএব, সম্পত্তির আইনি প্রয়োজনীয়তা বা সুবিধার ভিত্তি পড়ে যায়।

৮.৪) ফলস্বরূপ, ০১.০৯.১৯৯৯ তারিখে বিক্রয় দলিলগুলি অবৈধ, অকার্যকর এবং বাতিল বলে বাতিল করা হয়েছে। ধরম সিং সহ-অংশীদারি মামলা সম্পত্তি বিক্রি করতে পারতেন না, যেখানে আপিলকারী সহ-অংশীদার ছিলেন, পূর্বোক্ত কথিত বিক্রয় দলিল দ্বারা।

৯)যেহেতু উত্তরদাতা নং. আমি ০১.০৯.১৯৯৯ তারিখের বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে মামলা সম্পত্তির একটি বৈধ এবং আইনি শিরোনাম পাইনি, তাই তিনি উত্তরদাতা নং ২ এবং ৩-কে এর চেয়ে ভাল শিরোনাম দিতে পারতেন না।

৩০.১০.২০০৭ তারিখের পরবর্তী বিক্রয় দলিলটি উত্তরদাতা নং ২ এবং ৩ এর পক্ষে উত্তরদাতা নং ১ কর্তৃক সম্পাদিত লিস পেন্ডেন্সের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত। লিস পেন্ডেন্সের মতবাদের অন্তর্নিহিত নীতি হল যে যদি কোনও সম্পত্তি পেন্ডেন্টে লাইট হস্তান্তর করা হয় এবং হস্তান্তরকারীর সেই সম্পত্তিতে কোনও অধিকার বা স্বত্ব নেই বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে হস্তান্তরকারীর সম্পত্তিতে কোনও স্বত্ব থাকবে না।৭ ৩০.১০.২০০৭ তারিখের উত্তরদাতা নং ২ এবং ৩ এর পক্ষে উত্তরদাতা নং ১ কর্তৃক সম্পাদিত বিক্রয় দলিলটি বাতিল এবং বাতিল বলে বিবেচিত হচ্ছে।

১০)বাদী/আপিলকারী মামলা সম্পত্তির একজন পুরুষ অংশীদার হওয়ায়, তার বাবা ধরম সিং দ্বারা মামলা সম্পত্তির অনুমিত বিক্রির দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

---

৭)টি. জি অশোক কুমার বনাম গোবিন্দাম্মল ও অন্যান্যরা, (২০১০) ১৪ এস.সি.সি. ৩৭০।

অতএব আপিলকারীর একটি ঘোষণার জন্য মামলা দায়ের করার অধিকার ছিল যে মামলা সম্পত্তিটি যৌথ সম্পত্তি হওয়ায় তার বাবা ধরম সিং আইনী প্রয়োজনীয়তা ছাড়া বা সম্পত্তির সুবিধার জন্য বিক্রি করতে পারতেন না।

ফলস্বরূপ, আপিলকারী আদালতে আবেদন করার অধিকারী ছিলেন এই ঘোষণার জন্য যে ০১.০৯.১৯৯৯ তারিখে তার বাবা ধরম সিং কর্তৃক উত্তরদাতা নং ১ এর পক্ষে সম্পাদিত দুটি বিক্রয় দলিল অবৈধ, বাতিল এবং বাতিল।

১০.১)০১.০৯.১৯৯৯ তারিখের বিক্রয় দলিলগুলি কোনও বিবেচনা ছাড়াই কার্যকর করা হয়েছিল, এটি নিজেই দেখায় যে মামলা সম্পত্তিটি কোনও আইনি প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই বিক্রি করা হয়েছিল। যৌথ সম্পত্তি হওয়ায় এটি আইনি প্রয়োজনীয়তা ছাড়া বা সম্পত্তির সুবিধার জন্য বিক্রি করা যেত না।

১০.২) জামবন্দিদের হাজির না করা কোনও পার্থক্য আনবে না, কারণ এটি মামলা সম্পত্তির মালিকানা/মালিকানাকে প্রভাবিত করে না।

১১) আইনের উপর উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্টের বিদ্বান একক বিচারক কর্তৃক ১৩.১১.২০১৮ তারিখের বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে প্রদত্ত রায়টি আইনের পরিপন্থী বলে বাতিল করা হয়েছে।

উত্তরদাতা নং ১-এর পক্ষে ধরম সিং দ্বারা সম্পাদিত ওয়াসিকা নম্বর ১০৭৫ এবং ১০৭৯ সম্বলিত ০১.০৯.১৯৯৯ তারিখের বিক্রয় দলিলগুলি এতদ্বারা বাতিল এবং আলাদা করে রাখা হয়েছে।

ফলস্বরূপ, মামলার বিচারাধীন থাকাকালীন উত্তরদাতা নং ২ এবং ৩ এর পক্ষে উত্তরদাতা নং ১ কর্তৃক সম্পাদিত পরবর্তী ৩০.১০.২০০৭ তারিখের বিক্রয় দলিলটি অবৈধ, এবং এতদ্বারা বাতিল এবং বাতিল করা হল।

মামলা সম্পত্তির মালিক হিসাবে জামবন্দিদের মধ্যে আপিলকারীর নাম নথিভুক্ত করতে হবে।

দেওয়ানি আপিল উপরোক্ত শর্তাবলীতে অনুমোদিত। সমস্ত মুলতুবি আবেদন, যদি থাকে, সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়।

সেই অনুযায়ী আদেশ করা হয়েছে।

দিব্যা পান্ডে

আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal